শুটিং স্পট
আহা!

লিখেছেন **পারভীন তানী ও হাসান জামান**

সকাল ৮.০০ : পুরো বাড়িতে ঘুমভাঙা আমেজ। গতকাল অনেক রাত পর্যন্ত কাজ চলেছে। তাই আজ কিছুটা দেরিতে শুরু হবে। টেকনিক্যাল লোকজন সবাই প্রস্তুতি নিচ্ছে। এখনো পরিচালক ও অভিনেতারা আসেননি।

৮.৪৫ : কো-অর্ডিনেটর রিয়েল আকন্দী বাড়ির সব জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখছেন। পুরনো ঢাকার ছেলে। বাড়িটির প্রতি অসীম মমতা। প্রায় দেড়শ' বছরের পুরনো বাড়ি। যখন তৈরি হয় আরো অনেক জায়গা জুড়ে ছিল। বেশির ভাগ জায়গা দখল হয়ে গেছে। মূল কাঠামোটা রয়েছে। সিনেমাটা মূলত এই বাড়ির কাহিনী নিয়ে। সঙ্গে পুরনো ঢাকার মানুষ আর তাদের ঐতিহ্য। 'আহা!' ছবির কাহিনী প্রসঙ্গে রিয়েল আকন্দী জানালেন, স্বামীর সঙ্গে ঝামেলা করে দেশে ফিরে আসে রুবা (সাথী)। তখন তার পরিচয় হয় পাশের বাড়ির অদ্ভুত এক লোকের সঙ্গে (হুমায়ূন ফরীদি)। সম্পর্কটাও তৈরি হয় অদ্ভুত। না বন্ধুত্ব, না প্রেম। অন্যদিকে তার বাবা (তারিক আনাম) বুড়ো একজন মানুষ, যিনি বাড়িটি বিক্রি করতে চান না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এলাকার মানুষের সঙ্গে ঝামেলা আর অন্যান্য কারণে বাড়িটি বিক্রি করতে বাধ্য হন।

আহা! ছবির পরিচালক
স্থপতি এনামুল কবির নির্ঝর

চলচ্চিত্রটির পরিচালক ও স্ক্রিপ্ট রাইটার এনামুল কবির নির্ঝর। প্রযোজনায় নাইন স্টেপস। শুটিংয়ের কাজ প্রায় শেষ। তারপর সাউন্ড। পুরনো ঢাকার ঐতিহ্যবাহী শব্দগুলোর সঙ্গে পরিচয় ঘটবে দর্শকের। মূলত লোকেশন সাউন্ডে চলচ্চিত্রটা তৈরি হচ্ছে। আর গানগুলোর সুর করেছেন 'রেইনকোট' ছবির সংগীত পরিচালক দেবজ্যোতি মিত্র।

৯.৩০ : শহীদুল আলম সাচ্চু এলেন। সিনেমাটির সহপরিচালক ও অভিনেতা তিনি। সবার আগেই তার শট। তবে এসেই বসে গেলেন নাস্তা করতে। এখানে পুরো গ্রুপ মিলে একটি পরিবার। তাই সবকিছুই যেন নিজের মতো। নাস্তা শেষে ঢুকে গেলেন মেকআপ রুমে। সুন্দর চেহারাটা কয়েক মুহূর্তেই কালো, কুৎসিত হয়ে গেলো। এখানে একটা নেগেটিভ রোলে অভিনয় করতে হবে।

১০.০০ : তারিক আনাম এসেই ঢুকে পড়লেন মেকআপ রুমে। কথা হলো তার সঙ্গে। বললেন পরিচালক নির্ঝরের খুঁতখুঁতে স্বভাবের কথা। 'সব কাজই তার নিখুঁত হওয়া চাই। আর এই ছবিটা করছি মনের তৃপ্তি মেটাতে। অনেক কাজ করি প্রোফেশনালি। কিন্তু এই ছবিটা করে সত্যিই তৃপ্তি পাচ্ছি। ছবির কাহিনী অনেক সুন্দর। তৈরি করাটা অবশ্যই কঠিন। এনামুল কবির নির্ঝর একজন আর্কিটেক্ট। পুরনো বাড়ির প্রতি অনেক দরদ। বলছিলেন সরকারের সাহায্য নিয়ে যদি বাড়িটাকে রক্ষা করা যায়। কারণ অন্যান্য দেশে এসব ঐতিহ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। আর সবচাইতে ভালো দিক হলো, সে নিজের সাবজেক্ট নিয়েই এই ছবিতে কাজ করছে।' তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, 'এভাবে চলতে থাকলে দেশের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি হয়তো আবার প্রাণ ফিরে পাবে।'

১০.৩০ : পরিচালক এনামুল কবির নির্ঝর এসেই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দ্রুত কাজ শুরু করতে হবে। তার সঙ্গে কথা হলো। আর্কিটেক্ট হয়ে ফিল্ম বানাচ্ছেন কেন? বললেন, 'ফিল্ম আমার নেশা, আর অন্যটি পেশা। মূলত ফিল্ম বানানোর জন্য আর্কিটেক্ট হওয়া। অনেক আগে থেকে ইচ্ছা ছবি বানানোর। নিজেকে তৈরি করছি প্রতিনিয়ত। এর আগে কিছু ডকুমেন্টারি বানিয়েছি। এই প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য ফিচার ফিল্ম। অবশ্য কখনোই 35mm ক্যামেরায় কাজ করিনি। এই প্রথম, তাও আবার এ রকম বড় কাজ।'

ছবির গল্পটি কিভাবে এলো জানতে চাইলে বলেন, অনেক আগে থেকেই এই কাহিনী নিয়ে ফিল্ম বানানোর ইচ্ছা ছিল। বাড়িটি দেখে হুট করেই চিন্তাটা এলো। দেখলাম ভাবনার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। আর অন্য সবকিছুই ম্যানেজ হয়ে গেলো। তিনি বললেন, প্রথম হিসেবে ছবিটা সত্যিই ক্রিটিক্যাল। তবে যতই কাজ করছি আত্মবিশ্বাস বাড়ছে। এখন মনে হয়

প্রথম দিকের কাজগুলো যদি আবার করতে পারতাম! তবে এটা পুরোপুরি ফিচার ফিল্ম নয়। ঠিক কমার্শিয়ালও নয়। অনেকটুকু ডকুমেন্টেশন আছে। আসলে এটা আমার জন্য একটা অনুপ্রেরণা আর অনুশীলনমূলক কাজ। ছবি মুক্তি পাওয়া সম্পর্কে বললেন, 'যত বেশি সম্ভব হলগুলোতে মুক্তি দেবার চেষ্টা করবেন। আর দেশের শিক্ষিত মানুষেরা যেন অবশ্যই ছবিটা দেখে।' তারপর শোনালেন আশার কথা। 'দেশের অনেক তরুণ এখন ফিল্ম বানাতে এগিয়ে আসছে। তবে একটি পর্যায়ে তাদের অনুপ্রেরণা দরকার। সিনিয়রদের অবশ্যই সেই দিকটা লক্ষ্য রাখতে হবে।'

বেলা **১১.১৫ :** সব প্রস্তুত। দিনের প্রথম শট নেয়া হবে। সাচ্চু গেট দিয়ে ঢুকবে। ছোট একটি শট। কিন্তু বিধি বাম। রোদ-মেঘের লুকোচুরি। ঠিক আলো পাওয়া যাচ্ছে না। এর মাঝেই একটি শট টেক হলো। কিন্তু পরিচালক খুশি নন। রিটেক হবে। এর মাঝেই মেকআপ শেষ করে বের হয়ে এলেন তারিক আনাম। এখনো শটটা নেয়া হয়নি! হাসি-ঠাট্টা চলছে।

ZwiK Avbvg I mv_x‡K PwiÎ eyS‡q w`‡"Qb cwiPvjK

একজন বলল, সাচ্চু ভাইটা কুফা। উত্তরে বললেন, 'বলেছিলাম তো আজকে না করতে। আমি সময় দিলেই এ রকম হতো না।'

১২.১০ : এর মাঝেই ভ্যানে গানের ক্যাসেট নিয়ে এক ফেরিওয়ালার আগমন। সবাই ঘিরে দাঁড়ালো। শুটিংয়ের ফাঁকে মোটামুটি উৎসব। তারিক আনাম আর সাচ্চু গানের সঙ্গে নেচে সবাইকে মাতিয়ে তুলেছেন। প্রোডাকশনের লোকেরা এটা দেখে খুবই আনন্দ পাচ্ছে। অনেকে ক্যাসেটও কিনছে।

১২.৩০ : সবকিছু রেডি হতেই পরিচালকের হাঁকডাক শুরু হলো। তারিক আনামের শট। এক টেকেই ওকে। এর মাঝেই প্রকৃতির মন খারাপ ভাব বৃষ্টি হয়ে ঝরল। আউটডোরে শুটিংয়ের বারোটা বাজিয়ে দিল বৃষ্টি। আশা ছিল সাচ্চুর শটটা

ঐতিহ্যের সাক্ষী ১৫০ বছরের পুরাতন মানিক বাবুর বাড়ি

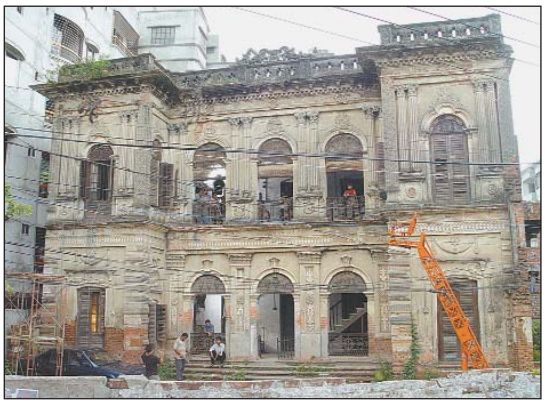

নেবেন। পরিচালক বাধ্য হয়ে সেটাকে আজ বাতিল ঘোষণা করলেন। পরের শটগুলো নেবার জন্য তাড়া দিচ্ছেন।

১.০০ : একটু পরেই তারিক আনাম ও সাথীর একটা দৃশ্য নেয়া হবে। নির্ঝর ভাই তারিক আনাম ও সাথীকে তার দৃশ্য বুঝিয়ে দিচ্ছেন। দু'জনে মিলে কিছুক্ষণ রিহার্সেল দিলেন। বাবা ও মেয়ের চরিত্র। সাথীর একটু সমস্যা হচ্ছিল। তারিক আনাম সাথীকে চরিত্রটি বুঝিয়ে দিলেন। এরই ফাঁকে চলছে খাওয়া-দাওয়া। এমন সময় পরিচালকের অন্যতম সহযোগী চৈতি এসে পড়লেন। তিনি এসেই ঠিক করে ফেললেন আজকে নায়িকা কি পরবে।

১.৪৫ : বাবা ও মেয়ের শুটিং শুরু। বাবা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মেয়েকে ধমকাবেন। তারিক আনামের ধমক শুনে অনেকেই চমকে উঠলো। মনে হলো এটা অভিনয় নয়, বাস্তব। কিন্তু এই অভিনয়ে পরিচালক কিছুতেই সন্তুষ্ট নন। ফলে আবারও দৃশ্যটা নিতে হলো। এভাবে বারবার নেয়ার ফলে সবাই একটু বিরক্ত।

বেলা **২.৪০ :** চারদিক কালো অন্ধকার। যেকোনো মুহূর্তে ঝড় উঠবে। প্রকৃতির এই রূপ পুরোপুরি কাজে লাগাতে চাইলেন পরিচালক। অভিনেতা ফজলুর রহমান বাবুকে বললেন একটি শট দিতে। ফজলুর রহমান বাবুর একটা দৃশ্য ছিল বৃষ্টির মধ্যে। সুতরাং এই বৃষ্টিকেই কাজে লাগানো যায়। সেই মতো ক্যামেরা তৈরি, অভিনেতাও। সবাই অপেক্ষায় কখন বৃষ্টি আসবে। একটু বিশ্রাম নেয়ার পর সাথীর শরীর কিছুটা ভালো। তিনি তারিক আনামকে বললেন, এখন যদি বলি একটু ভালো লাগছে, তাহলে নির্ঝর ভাই আমাকে আবার অভিনয়ে নামাবে। আরেকটু বিশ্রাম নিয়ে নেই। বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বৃষ্টিকে কেন্দ্র করে জোরেশোরে শুটিং চলছে।

৩.০০ : শট নেয়া শেষে ভেজা শরীর মুছে বাবু ভাই এসে বসলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম তার চরিত্রটা কি? তিনি জানালেন, একজন খুনির, যে মল্লিকনাথের আশ্রয় চাইবে। চরিত্রটি পছন্দ হয়েছে তাই অভিনয় করছেন। তিনি আরো বলেন, Pjw"Pt্রের এখন যে অবস্থা তাতে ভালোমানের সুস্থ ধারার ছবির চাহিদা অনেক। সুস্থ ধারার ছবি শুধু শিক্ষিত, রুচিবান মানুষই নয়: রিকশাওয়ালাদেরও রুচি বদলাবে।

৩.৪৫ : কথার মাঝে মাঝে চলছে শুটিং। 'আহা' ছবির ৮০ ভাগ কাজ শেষ। ছোট ছোট কিছু দৃশ্য ও লালবাগের কেল্লার কিছু অংশ বাকি। ওকে হলে শুটিং শেষ। এরপর শুরু হবে শব্দ নিয়ে কাজ। পুরান ঢাকার বিভিন্ন ধরনের শব্দ আছে। সেগুলো ব্যবহার হবে ছবির প্রয়োজন অনুসারে- জানালেন সহকারী পরিচালক তারিক ইকবাল পুতু।

বিকেল **৪.১৫ :** বৃষ্টি প্রায় শেষ। তারিক আনামের আরেকটা শট নিতে হবে। তিনি আবারও ভারী কণ্ঠস্বরে দোতলা থেকে মেয়েকে বকা দিলেন। এক শটেই ওকে হলো। জোশ চলে এসেছে তার ভেতর। আরো কয়েকবার বকা দিলেন। সহকারী পরিচালক তারিক ইকবালও তারিক আনামকে অনুসরণ করে ভারী কণ্ঠস্বরে i"evকে (সাথীর নাম) বকা দিয়ে বললেন, এই ফাঁকে সাথীকে একটু বকে নিলাম।

৪.৪৫ : বারান্দা থেকে দেখা যায় i"evর ঘরের জানালা। সেখানে দেখা যাচ্ছে আমেরিকা ফেরত উদাসী i"evকে দাঁড়িয়ে থাকতে। চরিত্রের সঙ্গে মানিয়ে গেছে i"evর চেহারা। দেখে মনে হয় সে সত্যিকারের i"ev। যে স্বামীর অত্যাচারে আমেরিকা থেকে পালিয়ে এসেছে।

৫.০০ : প্রথম শিফটের কাজ প্রায় শেষ। এ আবহাওয়ায় সবাই ক্লান্ত। পরিচালক বললেন, এখানে কাজ করতে এসে আমরা একটি পরিবার হয়ে গেছি। কাজ শেষে এ বাড়িটি ছেড়ে দিতে কষ্ট হবে। ছবির কাহিনীতে বাড়িটি রিয়েল এস্টেট কোম্পানি কিনে নেবে। সত্যিকারেও বাড়িটি কিছুদিন পর ভাঙা হবে। আমাদের মায়া নেই পুরনো কোনো জিনিসের প্রতি। ইট-পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছি আমরা। তাই ধরে রাখতে পারছি না আমাদের ঐতিহ্য। আমার ছবিতে সেটাই তুলে ধরতে চেয়েছি। আশা করি ছবিটি দর্শককে ছুঁয়ে যাবে।

ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**